মহেশপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মামা-ভাগ্নের মৃত্যু

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ধান ক্ষেতে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৫ এপ্রিল) দুপুর আনুমানিক ১টার দিকে উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের হেলেনচার মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা সম্পর্কে একে অপরের মামা-ভাগ্নে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন,বাগানমাঠ গ্রামের মৃত জমসেদ সরকারের ছেলে রফিকুল সরকার (৫৪) ও একই গ্রামের মৃত আবু সামার ছেলে নুর আলম বাবু (৩৫)।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রোববার দুপুর আনুমানিক ১টার দিকে রফিকুল সরকার নিজের ধানের জমিতে কীটনাশক ছিটাচ্ছিলেন। ওই জমির ওপর দিয়ে কোনো খুঁটি ছাড়াই মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছিল স্থানীয় মাছ চাষি দুলাল সরকারের সেচ পাম্পের বৈদ্যুতিক সার্ভিস তার। অসাবধানতাবশত রফিকুল সরকার ওই তারে জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

এ সময় পাশের জমিতে থাকা ভাগ্নে নুর আলম বাবু মামাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তিনিও বিদ্যুতায়িত হন। এতে ঘটনাস্থলেই মামা-ভাগ্নে দুই জনের মৃত্যু হয়। পরে মাঠের অন্য কৃষকেরা তাদের পড়ে থাকতে দেখে রফিকুল সরকারের ছেলেকে খবর দেন। এরপর মটরের বিদ্যুৎ সংযোগ (কাট-আউট) বিচ্ছিন্ন করে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মাছ চাষি দুলাল সরকার নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে খুঁটি ছাড়াই ধানের জমির মাঝ দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে মটরের তার টেনেছেন। এর আগেও ওই তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কুকুর, সাপ ও কুচে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। বারবার সাবধান করা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় আজ দুটি তাজা প্রাণ অকালে ঝরে গেল।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পাওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারসহ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দুই কৃষকের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে বাগানমাঠ গ্রামসহ পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে সংখ্যালঘুদের সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের মহেশপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জমি দখল করে খেলার মাঠ বানানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে।

ঘটনার প্রতিবাদ ও জমি ফেরত পেতে আজ শনিবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী পরিবার।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী পরিবার অভিযোগ করেন, উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া মহেশপুর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের ১০৮ নম্বর হামিদপুর মৌজার ২৮৬৭ নং খতিয়ানের ৪০৩৯ ও ৪০৪০ এই দুই দাগের ১০৪ ও ১০৩ শতক জমির মালিক ভরত দাস ও তার ভাই শম্ভু দাস। প্রায় শত বছর ধরে এই জমি চাষাবাদ করে আসছে তাদের পরিবার। কিন্তু ভুলক্রমে মাঠ জরিপের সময় জমি সরকারের খতিয়ানে রেকর্ড হলে পরে মামলা করে জমি ফেরত পায়। তাদের জমিতে লাগানো ফসল আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর কিছু প্রভাবশালীরা কেটে জমি দখলের চেষ্টা করে। এ নিয়ে আদালতে মামলা করলে আদালত নিষেধাজ্ঞা জারী করে। তা উপেক্ষা করে বৃহস্পতিবার মহেশপুর পৌরসভার কাউন্সিলর বাবুল হোসেন, ওই গ্রামের ইকরামুল, বিপুল, খালেদ হোসেন, জিন্নাহসহ আরও কয়েকজন জমির ফসল নষ্ট করে দখল করে নিয়েছে।

ভরত দাস বলেন, আমরা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ জন্ম থেকেই আমরা এই জমিতে চাষাবাদ করে আসছি। কিন্তু বাবু কাউন্সিলর কিছু লোক দিয়ে জমি দখল করে নিচ্ছে। আমাদের জমিতে গেলে হত্যাসহ বিভিন্ন হুমকি ধামকি দিচ্ছে। তাই জীবনের নিরাপত্তাসহ জমি ফেরত পাওয়ার দাবী করছি।

অভিযুক্ত পৌরসভার কাউন্সিলর বাবুল জানান, জমি আমার বাবার না যে আমি দখল করে নিবো। শুনেছিলাম জমি নিয়ে ঝামেলা হয়েছে তাই জমির

মালিককে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছি। এখন আর আমি ঝামেলার মধ্যে নাই।